দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখ: ০৭/১০/২০২১ (পৃষ্ঠা: ০৩)

ধান চাষে আশার আলো ব্রি৭৫

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

ব্রি ধান৭৫ কৃষকদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। এ ধান সম্ভাবনাময় স্বল্পমেয়াদি এবং আগাম আমন ধানের জাত, যা কাটার পর সারা দেশে বিভিন্ন প্রকার রবি শস্য যেমন—গম, মসুর, সরিষা, ভুট্টা এবং অন্যান্য শীতকালীন ফসল চাষের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে কৃষি বিজ্ঞানীরা অভিমত দিয়েছেন। ব্রি কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ড. মাহবুবুর রহমান দেওয়ান বলেন, ২০ দিনের চারা ব্যবহার করে ১০৫ দিনেই ব্রি ধান৭৫ কাটা যায় এবং ফলন হেক্টরপ্রতি ৫ টনের অধিক। ২০ জুন থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পর্যন্ত এই ধানের বীজতলা বপন করা হয়।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়র কমিউনিকেশন অফিসার মো. আব্দুল মোমিন জানান, ইউএসএআইডি-এর অর্থায়নে পরিচালিত সিরিয়াল সিস্টেম ইনিশিয়েটিভ ফর সাউথ এশিয়া প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগ আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) সহযোগিতায় ঝিনাইদহ জেলার ফুলহরি গ্রামে কৃষক মো. লিয়াকত আলীর জমিতে এই মাঠ পরীক্ষা বাস্তবায়ন করেছে। ব্রির ট্রায়াল প্লটে ইতিমধ্যেই ধান কাটা শুরু করেছে। ঝিনাইদহে ট্রায়ালে এ ধানটির আশানুরূপ ফল হয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আমিনা খাতুন এবং এই কর্মসূচির প্রধান গবেষক বলেন, এই জাতটি অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল দীর্ঘ মেয়াদি জাতের তুলনায় আগাম উচ্চ ফলন দিতে পারে এবং আগাম পরিপক্কতার কারণে কৃষকরা সহজে এবং সময়মতো মসুর ডাল, সরিষা, ভুট্টা বা অন্যান্য শীতকালীন ফসল চাষ করতে পারেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, এই জাতের উচ্চ ফলনশীলতার সম্ভাবনার পাশাপাশি চাষের স্বল্প মেয়াদকাল কৃষকদের জন্য একটি নতুন জাত চাষের দুয়ার খুলে দেবে।

কালের কণ্ঠ

তারিখ: ০৭/১০/২০২১ (পৃষ্ঠা: ০৩)

নতুন জাত ব্রি ধান৭৫

সবার আগে ফলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

স্বল্প সময়ের জন্য 'ব্রি ধান৭৫' নামের সম্ভাবনাময় আরেকটি আগাম আমন জাতের ধানের পরীক্ষামূলক আবাদে ভালো ফল মিলেছে। মাঠ পরীক্ষায় দেখা যায়, এ জাতের ধানের ২০ দিনের চারা ব্যবহার করে ১০৫ দিনেই ফসল ঘরে তোলা গেছে। হেক্টরপ্রতি পাওয়া গেছে পাঁচ টনেরও বেশি ধান। যা কাটার পর সহজেই রবিশস্য বা গম, মসুর, সরিষা, ভুট্টা এবং অন্যান্য শীতকালীন ফসল চাষের আগাম সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) সহযোগিতায় এবং ইউএসএআইডির অর্থায়নে সিরিয়াল সিস্টেম ইনিশিয়েটিভ ফর সাউথ এশিয়া (সিএসআইএসএ) প্রকল্পের আওতায় এই পরীক্ষামূলক চাষাবাদ পরিচালিত হয়। ঝিনাইদহের ফুলহরি গ্রামের কৃষক মো. লিয়াকত আলীর জমিতে এই ধানের মাঠ পরীক্ষার ফলাফলে এমন সাফল্য এসেছে।

ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর জানান, ব্রি ধান৭৫ জাতের ধান উচ্চ ফলনশীল। পাশাপাশি চাষের স্বল্প মেয়াদকাল কৃষকদের জন্য একটি নতুন জাত চাষের দুয়ার খুলে দেবে। এর ফলে কৃষকরা তাড়াতাড়ি ফসল কেটে বেশি দাম পাওয়ার পাশাপাশি পরবর্তী রবিশস্য সময়মতো রোপণ করতে পারবেন।

ব্রির রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং এই গবেষণাদলের প্রধান ড. আমিনা খাতুন বলেন, 'এ জাতটির সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ২০ জুলাই থেকে ২০ আগস্টের মধ্যে ধান বপন করা ভালো, তবে জুনের শেষে বা জুলাইয়ের প্রথম দিকে বপন করে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ধান কাটার পরও বেশ ভালো ফলন পাওয়া গেছে।'

অন্য সব ধানের কাটার উপযোগী হতে এর চেয়ে বেশি সময় লাগে বলে জানিয়েছেন ব্রির কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ড. মাহবুবুর রহমান দেওয়ান।

ইরির সিনিয়র স্পেশালিস্ট ড. শরীফ আহমেদ বলেন, সিএসআইএসএ প্রকল্পের মাধ্যমে গেল তিন বছর ধরে এই জাতের সম্প্রসারণ, বাজার উন্নয়ন, সংযোগ ও ব্র্যান্ড সৃষ্টির কাজ চলেছে। যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর এলাকায় ব্রি ধান৭৫ চাষাবাদে কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে। এই জাতের ধানের চাল আকারে লম্বা ও চিকন। এ ছাড়া রান্নার সময় এবং পরে চাল থেকে মৃদু ঘ্রাণ বের হয়। ধানটি লম্বা এবং চিকন হওয়ার কারণে কৃষকরা এই জাতের ধান বেশি দামে বিক্রি করতে পারছেন।